ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 59-67
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.009

কোশলরাজ প্রসেনজিত ও বৌদ্ধধর্ম

রোমানা পাপড়ি, *প্রভাষক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*
শিরীন আক্তার, *শিক্ষার্থী, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*
E mail: romanapapri@du.ac.bd

Received: 10.09.2024; Accepted: 29.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

During the time of the great Gautam Buddha, the entire Indian subcontinent was split into sixteen kingdoms. Among those, Kosala was the second most powerful while Magadh was the strongest one. Amongst the then statesmen's, it was Prasenjit, the son of king Mahakosala , who was the most intrigued patroniser of Buddhism. In accordance with the Holy Scripture of Buddhism (The Tripitaka), Prasenjit is said to have been a successful, benevolent and generous king. His reign was all across Kashi-Kosala-Ayodhya-Saket. Shravasti was the capital of his kingdom. In his early life he went to Taxila to get his education which is considered to be the most ancient educational hub. After completing his education, he came back to Kosala and took the helm of that kingdom. At first he used to be lenient toward Jainism and patronise Jainism but soon after meeting Lord Buddha, he became intrigued in the philosophy of Buddhism and ended up being a dedicated follower . There was a great eruption of paradigm shift in the political spectrum during the reign of king Prasenjit because his focus and interest had drastically been shifted from expanding territory to expanding the ideology of humanity and peace. Prasenjit's reverence to Lord Buddha was second to none. He used to have conversations with him (Lord Buddha) on almost everything including private, family or even politics. He had made numerous bihar's and sacred places for Buddhist monks. It is said that it was Prasenjit who had made the first sculpture of Gautam Buddha. The economy of Kosala was at it's peak during his rule. He used to patronise the Shresthi's (Business class) to encourage them to do more business. He was always sincere about the overall development of the livelihood of his citizens. Apart from the mere temporary skirmishes with the state of Magadh, it is proven that he had warm and good diplomatic relations with the other states around him. It was Vidudabha, the son of prasenjit, who had become

the reason for his death. Soon after the demise of king Prasenjit, Kosala had lost it sovereignty and became a part of Magadh. The contribution of Prasenjit is spreading Buddhism will always remembered with outmost gratefulness. The main purpose of the article is to find out the contribution of empire Prasenjit to Buddhism.

Keyword: *Taxila, Shravasti, Sixteen Dreams, Buddha Sculpture's, Shresthi.*

ভূমিকা : খ্রিঃপূঃ ৬ষ্ঠ শতকে মহামানব গৌতম বুদ্ধের দ্বারা প্রচারিত তাঁর মতাদর্শন অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনের প্রচার প্রসারের জন্য সবসময় পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন পড়েছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক সকল রাজন্যবর্গই ধারাবাহিকভাবে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। প্রসেনজিত বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তার বুদ্ধভক্তি অন্য যেকোন রাজার চেয়ে ছিল অধিক। তিনি সাম্রাজ্যের প্রশাসনের শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, বৌদ্ধধর্মের প্রচার, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রভৃতি উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে জনজীবনের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। ধর্মনীতিকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজ্যিক ও রাষ্টীয় জীবনে ব্যবহার করে কীভাবে মানবের কল্যাণ করা যায় তা জগতকে দেখিয়ে গিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম মহান রাজার খেতাব অর্জন করেছিলেন।

পরিচয় : রাজা প্রসেনজিত পালিতে 'পসেনদি' সঞ্জয় মহাকোশলের পুত্র কোশল রাজ্যের রাজা ছিলেন। Rhys Davids এর মতে, প্রসেনজিত কোশল রাজাদের একটি সম্মানসূচক উপাধিমাত্র, প্রকৃত নাম নয়। '*দিব্যবদান*' অনুসারে তার নাম ছিল 'অগ্নিদও'। [১] মহাভারত, পুরাণে রাজা ইক্ষাকুর রাজবংশকে কোশল রাজ্যের শাসক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। *মধ্যমনিকায়ের* ধর্মচেতীয় সূত্রের মতে , প্রসেনজিত ক্ষত্রিয় বংশীয় ও বুদ্ধের সমবয়সী ছিলেন।[২] প্রসেনজিত বুদ্ধের নিকট হতে 'ধর্মচিত্রিকর' উপাধি পেয়েছিলেন। *সংযুক্তনিকায়ে*[৩] প্রসেনজিতকে একজন সফল নিরহংকার শাসকরুপে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসেনজিতের বোনের নাম কোসলাদেবী যার সাথে মগধরাজ বিম্বিসারের বিবাহ হয়।[৪] *থেরীগাথা* গ্রন্থে তাঁর পিসি সুমনার কথা জানা যায় যিনি অহর্ত্ত্ব[৫] ফল লাভ করেছিলেন।

শিক্ষাজীবন: পালি তক্কসিলা যা সংস্কৃতে তক্ষশিলা, বর্তমানে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি জেলায় অবস্থিত। এটি বুদ্ধের সময়কালীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। *মহাবর্গ*ও *জাতক* অনুসারে তক্ষশিলা ছিল সেই যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্রিক নগরী । এখানে পার্শ্ববর্তী রাজ্য, বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের জন্য আসতেন। এই শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই জীবক (বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসক), চরক (আয়ূর্বেদ গ্রন্থের রচয়িতা), পাণিনি (পণ্ডিত ও ব্যকরণবিদ), চাণক্য (অর্থনীতিবিদ) শিক্ষালাভ করেছিলেন। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ বর্ষীয় শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা গ্রহন করতো অন্তত ১৮টি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল এখানে, যথাঃ চিকিৎসাবিদ্যা, হস্তীচালনা, যুদ্ধবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতি।[৬] এই তক্ষশিলায় রাজা প্রসেনজিতও শিক্ষার জন্য গমন করেছিলেন। লিচ্ছবির[৭] মহালী ও মল্লরাজপূত্র ভন্ডুল ছিল তাঁর সহপাঠী।

রাজত্বকাল ও রাজ্যসীমা : তক্ষশিলা থেকে ফিরে এসে প্রসেনজিত তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে কোশলের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্ট্রপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক। ষোড়শ মহাজনপদে[৮] মগধের পরই কোশলের স্থান। কোশল রাজ্য পশ্চিমে গোমতী, দক্ষিণে সর্পিকা, পূর্বে সদানীরা এবং উত্তরে নেপালের পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[৯] এছাড়া গঙ্গা, যমুনা, স্বরসতী, রাপতি, অচিরাবতী, মহী, সিন্ধু , তিস্তা ইত্যাদি নদীসমূহ কোশলরাজ্যে প্রবাহিত হত। *মধ্যমনিকায়ের* সর্বাসব সূত্রে দেখা যায় কোশলের রাজধানী ছিল তিনটি: অযোধ্যা, সাকেত, শ্রাবস্তী। প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী নগর। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে এর বিস্তৃতি

ছিল ২০লি (৩১/২ মাইল)।[১০] বুদ্ধ তার জীবনের ২৫টি বর্ষাবাস এই শ্রাবস্তীতে কাটিয়েছেন। এই শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিন্ডিক বুদ্ধের জন্য ৭২ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে জেতবন বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন।[১১] আলবী, উকথা, দন্ডকাপ, নলকাপ, আতুমা, উজুঞঞা, সেতব্য ছিল কোশলের অন্যতম নগরীসমূহ।

বৈবাহিক জীবন ও সন্তানাদি : রাজা প্রসেনজিতের ৩ জন মহিষীর কথা জানা যায়: ১) মালাকারের কন্যা মল্লিকাদেবী, তিনি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন যার নাম ছিল বজিরা। ২) উর্বরী, পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে অহর্ত্ত্ব ফল লাভ করেন। ৩) শাক্যদেশের নাগমুন্ডা নামক ক্রীতদাসীর কন্যা বাসবক্ষত্রিয়া। তিনি বিড়ূঢভ নামক একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।[১২] প্রসেনজিতের আরেক পুত্রের নাম জানা যায় ব্রহ্মদও, তিনিও পরবর্তীতে অহর্ত্ত্ব ফল লাভ করেন।[১৩]

মগধের সাথে দ্বন্দ্ব : মহাকোশলের কন্যা কোসলাদেবীর সাথে মগধরাজ বিম্বিসারের বিবাহ হয়। বিবাহের যৌতুক হিসেবে বিম্বিসারকে কাশী রাজ্য দেয়া হয় যেখান থেকে তিনি বছরে ১ লক্ষ মুদ্রা রাজসিক পেতেন। দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু তাঁর পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করে এবং শোকে রাণী কোসলাদবী মৃত্যুবরণ করেন। এই সংবাদ শুনে প্রসেনজিত রাগান্বিত হন এবং উপকৌটন হিসেবে দেওয়া কাশী রাজ্য ফেরত নেন। যার কারণে মগধের সাথে কোশল রাজ্যের যুদ্ধ শুরু হয়। *সংযুক্তনিকায়ের* কোশলসংযুক্তে পঠমসঙ্গামবথু সুত্তং, দুতিয়সঙ্গামবথু সুত্তং- এ উল্লেখ আছে যুদ্ধে প্রথমে প্রসেনজিত পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার পর প্রসেনজিত মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন বুদ্ধ প্রসেনজিতকে বলেছিলেন, *"জয়ং বেরং পসবতি দুকখং জাতি পরাজিতো, উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং।"*[১৪] অর্থাৎ ,জয় বৈরীতার সৃষ্টি করে, পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে অবস্থান করে; কিন্তু শান্তচিত্ত ব্যক্তি জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে থেকে সুখানুভব করেন।

বুদ্ধের অমিয় বাণী শুনে প্রসেনজিত তৃপ্ত হন এবং অদম্য শক্তি, উদ্দীপনা নিয়ে দ্বিতীয়বার অজাতশত্রুকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে মগধ ও কোশল রাজ্যে অস্থিরতা দেখা যায়। দুই রাজ্যের শান্তি পুনরায় প্রতিস্থাপনের জন্য বুদ্ধের উপদেশে প্রসেনজিত ও অজাতশত্রুর মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যা বজিরাকে বিয়ে করেন।[১৫]

বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ : বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ যখন জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রসেনজিত তখনও বুদ্ধ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। অনাথপিন্ডিকের আমন্ত্রণে বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে আগমন করলে লোকমুখে নতুন এক মুনির কথা শুনে প্রসেনজিত সৈন্য পরিষদ নিয়ে জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন। মুগ্ধ হয়ে শুনলেন বুদ্ধবাণী। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল ইনিই কি তথাগত! বুদ্ধ ঋদ্বিগুনে রাজার মনোভাব বুঝতে পেরে দহরসুত্তং আবৃতি করলেন। যুক্তিনির্ভর শ্বাশত সত্য জেনে রাজা জীবন জগতকে নতুনভাবে চিনলেন শরণ নিলেন বুদ্ধ, ধর্মের ও সংঘের। তিব্বতীয় উপাদান অনুযায়ী তিনি বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের দ্বিতীয় বর্ষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেন।[১৬]

ষোড়শ স্বপ্ন : একদা কোশলরাজ প্রসেনজিত পরপর ১৬টি স্বপ্ন দেখে ভীত হন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা স্বপ্নগুলো অকুশল বলে ব্যাখ্যা দিলেন এবং বললেন এতে রাজ্যের, জীবনের কিংবা ভোগের অন্তরায় হতে পারে। তারা প্রতিকার হিসেবে কঠোর যাগযজ্ঞ ও পশুবলি দেওয়ার উপদেশ দিলেন। মল্লিকাদেবী উক্ত ঘটনা জানতে পেরে রাজাকে শ্রাবস্তীতে অবস্থানরত গৌতম বুদ্ধের কাছে নিয়ে যান। তথাগত স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিসেবে বললেন এতে রাজার কোনো অমঙ্গল হবে না বরং তিনি (প্রসেনজিত) কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ জগতের আগামবার্তা পেয়েছেন। গৌতম বুদ্ধের দ্বারা স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা এরুপ ছিলো:[১৭]

১. কৃষ্ণ বর্ণের চারটি বৃষ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ না করেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে প্রজারা হবেন কৃপন, অধার্মিক তাদের কুশলকর্ম প্রাণহীন হবে।

২. ছোট ছোট গাছগুলো এক বিঘত কিংবা দেড় বিঘত বৃদ্ধি পেতে না পেতেই ফুল ও ফল প্রসব করল। ব্যাখা: ভবিষ্যতে সমাজের দুরাবস্থায় মানুষ হবে অল্পায়ু। রোগ তাদের তীব্রভাবে আক্রমন করবে। অল্প বয়সে মেয়েরা হবে ঋতুমতী ও গর্ভধারিণী।

৩. গাভীরা সদ্যপ্রস্তুত বাছুরের দুধ পান করছে । ব্যাখা: ভবিষ্যতে যখন বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান নষ্ট হবে তখন এসব ঘটবে। পুত্র-কন্যা কিংবা পুত্র বধূরা মাতা- পিতার ও শ্বশুড়- শ্বাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হবে, নির্লজ্জ ভাবে স্বয়ং সংসারের ভার গ্রহন করবে। ইচ্ছা হলে গুরুজনদেরকে খাদ্য ,বস্ত্র দেবে ইচ্ছা না হলে দেবে না। কাজেই নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধরা সন্তানগণের কৃপাধীন হয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হবে।

৪. বলবান দৃঢ়কায় গরু থাকা সত্ত্বেও অল্পবয়স্ক গরু গাড়ী টানতে সংযোজন করল, তারা শকট টানতে অক্ষম বিধায় অগ্রসর হতে পারল না । ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে রাজারা যখন অধার্মিক হবে তখন তখন রাজকার্য পন্ডিত, কুশলী ও কর্মঠ ব্যক্তির পরিবর্তে মূর্খ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিয়োগ প্রাপ্ত হবে। তারা কাজ করতে সক্ষম হবে না।

৫. একটি অশ্বের দুটি মুখ, দুই মুখে ঘাস খাচ্ছে। ব্যাখ্যা: অনাগত অধার্মিক রাজা অধার্মিক লোভী ব্যক্তিকে বিচারপতি নিযুক্ত করবেন। তারা বিচারাসনে বসে বাদী- বিবাদী উভয় পক্ষের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করবে। স্বপ্নের ন্যায় এরা দুমুখেই খাবে।

৬. বহুমূল্যবান সুবর্ণ পাত্রে একটি শৃগাল প্রসাব করল। ব্যাখ্যা: অনাগত অধার্মিক রাজাগণ প্রাচীন সম্মানিত বংশের লোকদেরকে নানা কারনে সম্মান প্রদর্শন করবে না। অকুলীনেরাই সংখ্যায় বাড়বে, কুলীনগণ দিন দিন দরিদ্র হবে। অকুলীনগণ ও নিম্নশ্রেণির লোকেরা সম্পদশালী হবে এবং কুলীনগণ তাদের সাথে নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দেবে।

৭. একজন লোক বেঞ্চে বসে রজ্জু পাকাচ্ছে এটা প্রস্তুত হওয়া মাত্র বেঞ্চের নিচে অবস্থানরত একটি শৃগালী লোকটার অজ্ঞাতসারে ওটা খেয়ে ফেলেছে। ব্যাখ্যা: অনাগত নারীগণ পুরুষের সঙ্গে অভিলাষ করবে, তারা হবে সুরাপায়ী, অলংকার লোভী ও বিলাসী। সেই দুঃশীল স্ত্রী স্বামীর সঞ্চিত সম্পদ নষ্ট করবে এবং গোপনে উপপতির সাথে মিলিত হবে।

৮. রাজদ্বারে একটি বড় বৃহৎ কলসী, এর চারপাশে বহু শূন্য কলসী আছে। লোকেরা জল এনে পূর্ণ কলসীতে জল ঢালছে কিন্তু শূন্য কলসীতে জল ঢালছে না। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে দেশের বড় দুরাবস্থা হবে। দেশ বলশূন্য ও ধনশূন্য হবে। রাজাগণ অর্থলোভী হবে।

৯. পঞ্চবর্ণ পদ্ম প্রস্ফুটিত ও চতুর্দিকে ঘাটযুক্ত এক জলাশয়। এর মাঝখানের জল ঘোলা কিন্তু চারপাশের জল পরিষ্কার। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে রাজাগণ যখন অত্যাচারী ও অবিচারী হয়ে রাজত্ব করবে তখন তাদের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গিয়ে সবাই বাসস্থান নির্মাণ করবে।

১০. একটি পাত্রে ভাত পাক হচ্ছে এর কোনো পাশে পেচাল, কোনো পাশে চাউল আর কোনো পাশে সুপক্ক। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে যখন রাজাগণ অধার্মিক হবে তখন অন্যরাও অধার্মিক হব। তখন রাজ্য বিপদ-আপদের সম্মুখীন হবেক। যেমন: ঝড়, তুফান, অতিবৃষ্টি, আন্ত- কোন্দল, বহি:রাষ্ট্রের আক্রমণ ইত্যাদি।

১১. লক্ষ টাকা মূল্যের চন্দন সার অম্লময় দধির বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে আমার (বুদ্ধের) শাসনের পরিহানী ঘটবে। তখন অধিকাংশ ভিক্ষু ধর্মপরায়ণ ও লজ্জাহীন হবে। লোভের বশবর্তী হয়ে অর্থের আশায় তারা এ ধর্মোপদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

১২. তুচ্ছ লাউ সকল পানিতে ভাসছে। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে রাজাগণ সম্ভ্রান্ত কূলপুত্রগণের পরিবর্তে অকূলীনদেরকে যশ বা খ্যাতি প্রদান করবে।

১৩. বৃহৎ কুটাগার সদৃশ পর্বত নৌকার ন্যায় ভাসমান। ব্যাখ্যা: কুলীনরা ভবিষ্যতে দরিদ্রতার হেতু অকুলীনদের সম্মান করবে।

১৪. ব্যাঙ ভীষণ কৃষ্ণ সাপকে দৌঁড়ায়ে ছিড়ে গিলছে। ব্যাখ্যা: অনাগত সময়ে মানুষেরা হবে তীব্র রাগপরায়ণ বা কামাতুর।

১৫. সুবর্ণ রাজহংসপাল নানা দোষে কলুষিত কাকের অনুবর্তী হচ্ছে। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে রাজারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হবে না। তারা পদচ্যুত হওয়ার ভয়ে স্বীয় পদসেবাকারী ক্রীতদাস বা নীচ বংশীয় দাসগণকে প্রাধান্য অর্পন করবে।

১৬. বাঘ মেষ খায় তা জানা আছে কিন্তু মেষসমূহ হিংস্র বাঘকে খাচ্ছে। ব্যাখ্যা: ভবিষ্যতে অধার্মিক রাজার সময়ে নীচ বংশীয়রা রাজ প্রাসাদে প্রাধান্য লাভ করবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে রাজা ভয়হীন ও প্রশান্ত হন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারে পূর্ণ মনোযোগ দেন।

বুদ্ধকে শ্রদ্ধা : *মধ্যমনিকায়ে* উল্লেখ আছে প্রসেনজিত বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎকালে সর্বদা বুদ্ধের পাদবন্দনা করতেন৷ এছাড়া তিনি দিবসে তিনবার বুদ্ধকে সন্দর্শনে যেতেন৷ রাজা প্রসেনজিত যে বুদ্ধের একান্ত অনুগত ছিলেন তা বৌদ্ধগ্রন্থগুলির আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়৷ যথা:উপাসকং *মং ভন্তে ভগবা ধারেতু অজ্জতগ্গে পানুপেতং সরণং গতংতি*[১৮] অর্থাৎ , "হে ভদন্ত (বুদ্ধ) অদ্য হতে আমাকে আপনার উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন, আমি অদ্য হতে আপনার শরণ নিলাম৷"

ধর্মীয় আলোচনা ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক বিষয়সমূহ নিয়েও রাজা প্রসেনজিত ভগবান ব বুদ্ধের সাথে আলোচনা করতেন। প্রসেনজিতের সাথে বুদ্ধের যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তা প্রমাণিত হয় দোণাকপাকসুত্তে, যেখানে বুদ্ধ প্রসেনজিতকে অতিভোজন থেকে বিরত থাকতে বলছেন৷ বুদ্ধ বলেছিলেন_ *"সিদ্ধী যথা হোতি মহগ্ঘসো চ নিদ্দায়িতা সম্পরিবত্তসায়ী মহাবরাহোব নিবাপপুটেঠা পুণপপুণং গন্তমুপেতি মন্দো।"*[১৯] অর্থাৎ, "মানুষ যখন আলস্যপরায়ণ ও লোভাতুর হয় তখন সে গৃহপালিত খাদ্যপুষ্ঠ মহাবরাহের ন্যায় নিদ্রালু ও পাশ পরিবর্তন করে শায়িত থাকে৷ সেই নির্বোধ ব্যক্তি বারবার মাতৃগর্ভে জন্ম নেয়৷"

রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে সমগ্র শাক্যকুলকেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তাই তিনি শাক্যকন্যাকে বিয়ে করে শাক্যদিকের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন৷ *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* গ্রন্থের মতে, ভারহুত স্তূপে অজাতশত্রুর ন্যায় প্রসেনজিতের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎকারের ঘটনা খোদিত আছে৷

বুদ্ধমূর্তি: চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বলেছেন , রাজা প্রসেনজিতই প্রথম বুদ্ধমূর্তি তৈরি করান৷ বুদ্ধ তিনমাসের জন্য তাবতিংস স্বর্গে তাঁর মা ও দেবতাদের ধর্মদেশনা করতে গেলে বুদ্ধভক্ত প্রসেনজিত তখন চন্দন কাঠের বুদ্ধিমূর্তি তৈরী করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন৷[২০] প্রখ্যাত শিল্পী ওসি গাঙ্গুলী ১৯৫৬ সালে কলকাতার রোটারী ক্লাবে ঐ মূর্তিটির ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেন৷ নি.কোনিজোকো নামক জাপানী ভদ্রলোক ১৯৫৬সালে ৩০শে মে দি স্ট্যাটসম্যান পত্রিকার এক পত্রের মাধ্যমে ওসি গাঙ্গুলীর যুক্তি সমর্থন করেন৷ উক্ত মূর্তিটি জাপানের Kyto শহরের Seriryo মন্দিরে সংরক্ষিত বলে জানান৷ এই মূর্তিটির উচ্চতা ৫'২"।[২১] বৌদ্ধ বিদ্বেষী রাজা পুষ্যমিত্রের হাতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রাক্কালে ঐ মূর্তিটি তুর্কিস্থানের উত্তরাংশে কিজি রাজ্যে রাখা হয়| কালক্রমে চীন দেশীয় মিনরাজা কিজি রাজ্য দখল করলে উক্ত বুদ্ধ মূর্তিটি উত্তর চীনের choan নামক স্থানে আনয়ন করে সংরক্ষণ করা হয়| পরবর্তীতে জনৈক ভিক্ষু এটি Seiryo মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রিপিটকে প্রসেনজিত : বৌদ্ধধর্মের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকের *সংযুক্তনিকায়ের* কোশলসংযুক্তের ২৫টি সূত্র রাজা প্রসেনজিতের বুদ্ধের প্রতি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দেশিত হয়েছে৷ যথাঃ দহরসূত্র, পুরুষসূত্র, জরামরণসূত্র, প্রিয়সূত্র, আত্মরক্ষিতসূত্র, অল্পসূত্র, বিচারালয়সূত্র, মল্লিকাসূত্র, যজ্ঞসূত্র, বন্ধনসূত্র, সপ্তসূত্র, জটিলসূত্র, পঞ্চরাজসূত্র, দ্রোণপাকসূত্র, প্রথমসংগ্রাম সূত্র, দ্বিতীয়সংগ্রাম সূত্র, অপ্রমাদসূত্র, কল্যাণমিত্রসূত্র, প্রথমঅপুত্রক সূত্র, দ্বিতীয়পুত্রক সূত্র, পুদগলসূত্র, মাতামহীসূত্র,লোকসূত্র, ধনুবিদ্যাসূত্র, পর্বতোপমসূত্র৷[২২]

বিহার নির্মাণ ও পৃষ্ঠপোষক : রাজা প্রসেনজিত সাকেতে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য কালাকারাম সংঘরাম, রাজাকারাম বিহার, তার স্ত্রী রাণী মল্লিকাদবীর অনুরোধে মল্লিকারাম নামক অতিথিশালা (মনান্তরে Hall of public debate) তৈরি করান৷ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং- এর ভ্রমণবৃত্তান্তের মতে, প্রসেনজিত মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জন্য একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন৷ এছাড়া শ্রেষ্ঠী বিশাখার ৯ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তৈরিকৃত মিগারমাতা বিহারেরও প্রসেনজিত পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আরো জানা যায় জেতবন বিহারের ১.৫ কিলোমিটার দূরে পক্কীকুটি ও কচ্চিকুটি স্তূপ এবং অনাথপিন্ডিকের[২৩] দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোসাম্বকুটি ও স্বর্ণগন্ধকুটি[২৪] দুটি স্তূপ প্রসেনজিতের সময়কালে তৈরি৷

ভিক্ষুদের পৃষ্ঠপোষকতা : বুদ্ধের অবর্তমানে রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের শিষ্যদের সাথে ধর্মালোচনা করতেন। 'বাহিতিকসূত্রে' রাজা প্রসেনজিতের সাথে আনন্দের অচিরাবতী নদীর তীরে ধর্মালোচনা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। *থেরগাথা* গ্রন্থানুসারে দূস্য অঙ্গুলিমাল যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেন তখন রাজ প্রসেনজিত প্রব্রজিত হিসেবে অঙ্গুলিমালকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন৷[২৫] *মহাবর্গ* গ্রন্থের মতে সর্বপ্রথম শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠী বিশাখার মাধ্যমে গৃহীদের কঠিনচীবর দানের প্রথ শুরু হয়।[২৬] এরপর থেকেই প্রসেনজিত উপাসক হিসেবে বর্ষাবাসের পর প্রতিটি বিহারে কঠিনচীবর দান করতেন৷

অসদিসসদান : রাজা প্রসেনজিত মল্লিকাদেবীর পরামর্শে বৌদ্ধসংঘকে প্রতিনিয়ত দান করতেন৷ একদা তারা মহাদানের আয়োজন করলেন । এই দানে প্রায় ১৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করলেন৷[২৭] পালিসাহিত্যে এই দানকে অসদিসসদান বা অতুলনীয় দান বলা হয়। প্রসেনজিত দানকে গুরুত্ব দিতেন কারন বুদ্ধ বলেছিলেন_ " নবে *কদরিয়া দেবলোকে বজন্তি* ।"[২৮] কৃপন ব্যক্তিগণ স্বর্গে গমন করে না ।

শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা : রাজা প্রসেনজিত একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা বলেই প্রশাসনিক প্রতিটি কর্মকান্ড সুচিন্তিতভাবে প্রজ্ঞাময় জ্ঞানে করতেন । এ বিষয়ে দেখা যায়- "As a sovereign he showed himself zealous in his administrative duties and addicted to the companionship of the good. And he extended his favor in full accord with the well known Indian toleration to the religious of all schools of thought alike."[২৯]

বুদ্ধের রাষ্ট্রদর্শনই "ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র থাকবে যেখানে সকল সিদ্ধান্ত তথ্য এবং প্রমাণের ভিত্তিতে নিতে হবে, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়" [৩০] প্রসেনজিতের অনুসরনীয় ছিল। প্রসেনজিত জৈনধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অর্থাৎ কোশলরাজ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ৷ কোশলের অর্থনীতি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। কোশলরাজ্যের অর্থনীতির মেরুদন্ড ছিল কৃষিকাজ । খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতকে চাষাবাদের জন্য বহু লোহার সামগ্রী তৈরি হয়েছিল। তখন একটি রাজ্যে রাজপ্রাসাদ, সংসদ ভবন, শাসনাধিষ্ঠান, সেনানিবাস, অশ্বশালা, হস্তীশালা, কারাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, শস্যাগার, দানশালা, গ্রন্থাগার, বিশ্রামাগার, প্রমোদ উদ্যান, সেতু, পুষ্করিনী ও জনসমাবেশস্থল থাকত । অবশ্যই কোশলরাজ্য উক্ত বর্ণনার বিপরীত ছিল না ।ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ এর জন্য রাজা প্রসেনজিত বন্দরনগরীগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নে মনোযোগী ছিলেন। *পালিসাহিত্যে নগর বিন্যাস ও*

নগরজীবন গ্রন্থ থেকে জানা যায় অনাথপিণ্ডিক বঙ্গ, তককোল, চীন, কোলপট্টন, সুবন্নভূমিতে ময়ূর, মশলা, মসলিন কপড় রপ্তানি করতেন। প্রসেনজিত তাঁর প্রজাদের জন্য সুপেয় পানি, পথের মধ্যে বিশ্রামস্থল, চিকিৎসাশালা প্রভৃতির সুব্যবস্থা করেছিলেন।

কোশল রাজ্যের শ্রেষ্ঠীগণ: কোশলরাজ্যে অনেক শ্রেষ্ঠীর (ধনী ব্যক্তি) অবস্থান ছিল-

- রাজকুমার জেত অসম্ভব ধনাঢ্য ছিলেন , তিনি জেতবন বিহারে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য ১৮ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।
- বিশাখা শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীর পূর্ব পার্শ্বে নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে পূর্বারাম নামক জমি ক্রয় করে তাতে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য সহস্র প্রকোষ্ঠ যুক্ত পূর্বারাম বা মিগারমাতা বিহার নির্মাণ করান।
- অনাথপিন্ডিক (সুদত্ত) রাজকুমার জেত থেকে ভূমি ক্রয় করে জেতবন বিহার নির্মাণ করান। জেতবন বিহার বুদ্ধের পছন্দ ছিল তাই অনাথপিন্ডিক সেখানে 'গন্ধকাষ্ঠ' নামক দামি কাঠ দিয়ে 'গন্ধকুটি' নির্মাণ করান। বুদ্ধ জেতবন বিহারে থাকলে এটিতে অবস্থান করতেন। এছাড়া শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের নাম ও জানা যায়। শ্রাবস্তীতে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা গেলে বুদ্ধের আহ্বানে শ্রেষ্ঠীরাই এগিয়ে এসেছিলেন৷[৩১]

জীবনাবসান : *মধ্যমনিকায়ে* বুদ্ধের সাথে রাজা প্রসেনজিতের শেষ সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ আছে। বাসবক্ষত্রিয়া দাসী কন্যা জেনে রাজা প্রসেনজিত বাসবক্ষত্রিয়া ও বিড়ূঢ়ভকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে বিড়ূঢ়ভ তাঁর পিতার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সহযোগিতায় প্রসেনজিতকে স্থানচ্যুত করে। প্রসেনজিত বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করে কোশল রাজ্যে ফিরলে দেখেন তাঁর মন্ত্রী, সৈন্যরা সবাই তার বিরুদ্ধে এবং তাঁকে কেউ রাজা স্বীকার করছে না। বিপদে তাঁর জামাতা অজাতশত্রু তাঁকে সাহায্য করবে এই আশায় প্রসেনজিত মগধের দিকে রওনা হলেন। রাজ্যহারা প্রসেনজিত সহায়তার আশায় মগধ গমনকালে দূর্বলতায়, ক্ষুধায় আচ্ছন্ন হয়ে পথের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে রাজা অজাতশত্রু তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন৷[৩২]

উপসংহার : রাজা প্রসেনজিত একজন ন্যায়বিচারক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে নয় প্রজাদেরকেও দান করতেন। তখন ভারতবর্ষে কেবল বৌদ্ধর্ধর্ম নয় হিন্দু ও জৈন ধর্মের ও প্রাধান্য ছিল। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারী প্রজাদের একই সূত্রে গেথে রাখার কৌশল প্রসেনজিতের জানা ছিল৷ প্রসেনজিতের মতো বুদ্ধভক্ত বিরল। তিনি বুদ্ধের সব আদেশ মেনে চলতেন। তিনি শান্ত, মৈত্রীপ্রিয়, মৃদুভাষী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন৷ রাজা প্রসেনজিত যেভাবে তাঁর রাজ্যকে শাসন করেছিলেন তার পথ অনুসরন করতে পারলে বর্তমানে বিশ্বে যে ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত যে দাঙ্গাগুলো হয় সেগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি যেভাবে তাঁর প্রজাদেরকে তাঁর সন্তানের মতো মনে করতেন আধুনিক বিশ্বে এমন মনোভাবের শাসক থাকলে বিশ্বের সকল অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বিদুরিত হয়ে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ববোধের অবস্থান তৈরি হতো। কারণ গৌতম বুদ্ধ এ সম্পর্কে –"শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয় না। মৈত্রীতার দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয়।এটিই জগতের মূলনীতি।"[৩৩]

তথ্যসূত্র:

১. হালদার , মণিকুন্তলা (১৯৯৬) , *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ,* মহাবোধি বুক এজেন্সি , পৃ. ৩৯

২.মহাস্থবির, ধর্মাধর; বড়ুয়া, শ্রীবেণীমাধব , চৌধুরী, বিনয়েন্দানাথ (২০১৭), *সূত্রপিটকের মধ্যমনিকায়,* ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, পৃ:২২০

৩. গৌতম বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত অমীয় বাণীর গ্রন্থিত রুপ হচ্ছে ত্রিপিটক|এই ত্রিপিটক তিনটি অংশে বিভক্ত: সূত্রপিটক, বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটক। সূত্রপিটক আবার পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত: দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায়, সংযুক্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, ক্ষুদ্রকনিকায়।

৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৮৩), *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃঃ ১৫৫

৫. নির্বাণ (তৃষ্ণা মুক্ত হয়ে, সংসার চক্রকে ছেদ করে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাওয়া) লাভের স্তর ৪টি: স্রোতাপতি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হত্ত্ব|অর্হত্ত্ব ফল হচ্ছে নির্বাণ লাভের সর্বোচ্চ স্তর I

৬. দাশ, আশা (২০১১), *প্রাচীন ভারতে চিকিৎস্যাবিদ্যার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃ: ৮০

৭. বৃজি রাজ্যের একটি জনগোষ্ঠীর নাম ছিল লিচ্ছবি ।

৮. ৬ষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ ১৬টি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল যথা: অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, চেতি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, শূরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার, কম্বোজ।

৯. বড়ুয়া, নীরু; বড়ুয়া , বিমান চন্দ্র (২০২১), *প্রাচীন ভারতে প্রাক মৌর্যযুগ,* ঝুমঝুমি প্রকাশন, পৃ: ২২

১০. ভিক্ষু, করুণান্দ, (১৯৯৪), *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগর জীবন,* বাংলা একাডেমী, পৃ: ১৬৫

১১.মহাস্থবির, শীলালংকার (২০১০), *ধম্মপদটঠকথা,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, পৃ: ২১

১২. বড়ুয়া , বেলু রানী (২০০৪), *থেরীগাথা,* বাংলাদেশ রিচার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ ,পৃ:৬২

১৩. ঘোষ, ঈশানচন্দ্র (বৈশাখ ১৩৮৫), *জাতক ১ম খন্ড,* করুণা প্রকাশনী, পৃ:১৩৩

১৪. বড়ুয়া, সুকোমল; রেবতপ্রিয় (১৯৯৭), *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ,* বাংলা একাডেমী, পৃঃ৭৭

১৫. বজিরা, https://bn.m.wikipedia, 25th December 2023

১৬. প্রাগুক্ত, হালদার, মণিকুন্তলা (১৯৯৬), *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস,* পৃ:৩৩

১৭. কোশল রাজার ষোল স্বপ্ন এবং আজকের সমাজ ব্যবস্থা , ধর্মেশ্বর , *অমিতাভ* , সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা , ৭ম বর্ষ , ৩য় সংখ্যা , বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০০৮

১৮. বড়ুয়া, সুকোমল (১৯৯৮), *কোশল ও মার সংযুক্ত,* বাংলা একাডেমী, পৃ:৫০

১৯. বরুয়া, গিরিশচন্দ্র (১৯৬৬), *ধম্মপদ,* বাংলা একাডেমী, পৃ:১৭৩

২০. বুদ্ধ মূর্তির উদ্ভব ও বিকাশ, https://m.somewhereinblog.net,15th December, 2023

২১. বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল (১৯৯৯), *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ :৬৬

২২. ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ (১৯৯৩), *সংযুক্তনিকায়,* ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, পৃ:৪২-৬২

২৩. অনাথপিন্ডিক শ্রাবস্তী নগরের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। অনাথদের পিন্ডি (খাবার) দান করতো তাই সবাই তাঁকে অনাথপিণ্ডিক বলে চিনতো। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সুদত্ত।

২৪. দত্ত, বিমল চন্দ্র (১৯৮০), *বৌদ্ধ ভারত,* মহাবোধি বুক এজেন্সি,পৃ: ৯৪

২৫. বড়ুয়া, নীরু; বড়ুয়া , বিমান চন্দ্র (২০২১), *প্রাচীন ভারতে প্রাক মৌর্যযুগ,* বাংলা একাডেমী,পৃ: ৬৫

২৬. স্থবির, প্রজ্ঞানন্দ অনুদিত (২০১৭) *মহাবর্গ,* ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, পৃ: ৩৯৫

২৭. প্রসেনজিৎ কে ছিলেন? বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে তার ভূমিকা, https://sahajpora.com, 8th January 2024

২৮. বড়ুয়া, প্রদীপ কুমার (২০১৪), *বিদর্শন ধ্যান অনুশীলন সহায়ক,* ধর্মরাজিক, বুক সেন্টার, পৃ: ১
২৯. Davids, T.w. Rhys (1903), *Buddhist India,* London, *p.8*
৩০. বড়ুয়া, অমল (২০২৩), *বুদ্ধের রাষ্ট্রদর্শন,* নবান্ন প্রকাশনী, পৃ: ৪০
৩১. বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল (২০১৬), *বৌদ্ধ অর্থনীতি,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ: ৫৫
৩২. প্রাগুক্ত, হালদার, মণিকুন্তলা (১৯৯৬), *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস,* পৃ: ৩৩
৩৩. বড়ুয়া, সুকোমল; বড়ুয়া, বেরতপ্রিয় (১৯৯৭), *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ,* বাংলা একাডেমী, পৃ: ১৯